Hurray WAFER presents
9th International Children's Film Festival, Bangladesh
JANUARY 23-29, 2016

আমাদের উৎসব

৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৬ । ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন । Future in Frames

০৪

মঙ্গলবার । ২৬ জানুয়ারি, ২০১৬ । ৪ পাতা । মূল্য ৫ টাকা

## স্বপ্নবাজি'র সাতকাহন!

গতকাল ২৫ জানুয়ারি জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মুখোমুখি' বিভাগের ২য় পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্বে ছিল মোট ২৯জন শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতারা। যাদের বর্ণিল সিনেমা গুলো গত দুইদিন উৎসবে প্রথমবারের মত প্রদর্শিত হয়েছে। এই পর্বে ক্ষুদে নির্মাতাদের সাথে আরও উপস্থিত ছিলো তাদের বয়সী বিজ্ঞ ৫জন বিচারক, সাংবাদিক এবং দর্শকেরা। প্রথমে নির্মাতাদের পরিচয়পর্ব এবং তাদের সিনেমার কথাগুলো দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানটি। সকল নির্মাতারা তাদের ছবি বানানোর অভিজ্ঞতা সবার মাঝে তুলে ধরে। রাহাতুজ্জামান রংগন তার ছবি 'দ্য মেশিন' বানানোর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলে, 'তার ছবিটির গল্প ধর্ম নিয়ে। তাই গল্পটি যাতে কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না হানে সেদিকটি নিশ্চিত করতে প্রায় ৭-৮ মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। এছাড়াও এই ছবির শ্যুটিং করতে গিয়ে আমাদের ইউনিটের সবাই প্রায় ২দিন না খেয়ে থেকেছি।' এরপর শুরু হয় অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্বটি। অর্থাৎ নির্মাতা ও দর্শকদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই পর্বে একজন দর্শক 'ফুটবল মানে' ছবির পরিচালক আজহার উদ্দিন অনিক এর কাছে জানতে চেয়েছে 'ফুটবল মানে' ছবিটিতে সে কি বোঝাতে চেয়েছে? আজহার উদ্দিন অনিক এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'ফুটবল কিংবা অন্যান্য গেম আজকাল শিশুরা খেলার মাঠে না খেলে রঙিন বাক্সে (ল্যাপটপ, মোবাইল) খেলে। ফুটবল মানে এখন আর খেলার মাঠ নয়। ফুটবল মানে রঙিন বাক্স। এই ব্যাপারটি আমি আমার ছবিটিতে তুলে ধরেছি।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকার তৌকির ইসলাম শিশু নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'পরিচালকের অবশ্যই ফিল্ম সম্পর্কে সবকিছু জানতে হবে। ফিল্ম সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের উত্তর তার জানা থাকতে হবে। অর্থাৎ তুমি যত প্রশ্নের উত্তর জানবে, তোমার ছবি ততটা ভালো হবে।'

- আশিক ইব্রাহীম

## 'জুরিবোর্ড'কে তেল মেরে লাভ নেই!

অমৃতাঞ্জলী শ্রেষ্ঠাশ্বারী, আরিফুল ইসলাম সিয়াম, নাফিসা ইসলাম তুলতুল, অন্তিক কাজী এবং প্রজ্ঞা ঐশ্বর্য- এই ৫জন মিলে জুরিবোর্ড। উৎসবের দ্বিতীয় দিন থেকে শুরু হয় জুরিবোর্ডের কাজ। এর আগে চলচ্চিত্র উৎসবে কাজ করলেও জুরি হিসেবে এবার ৫জনই নতুন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্ষুদে নির্মাতাদের বানানো ফিল্ম দেখে তারা সবাই অভিভূত। 'ছবির মান ও গল্প সব আগের থেকে অনেক উন্নত। আর তাই বিচার করাও কঠিন হয়ে পড়ছে', বললো জুরিবোর্ড। সবার কাছেই জুরি হওয়ার অভিজ্ঞতা অন্যরকম আনন্দদায়ক। যাদের ফিল্ম প্রতিযোগিতায় আছে তারা সবাই বরাবরের মতোই তেল মাখিয়ে যাচ্ছে জুরিদের। কিন্তু জুরিবোর্ড খুবই সৎ ভাবে, ঘুষ না নিয়ে, তাদের বিচারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে জুরিবোর্ডের সদস্য প্রজ্ঞা বলেন, 'তোমরা ফিল্ম বানিয়ে যাও। আগে যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের অনুকরণ করলে চলবে না। তোমরা নিজেদের ইচ্ছামতো ফিল্ম বানাও।' আর বিচারপর্ব শেষে সকল নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে তুলতুল বলেন, 'সবাইকেই তো পুরস্কার দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পুরস্কারের সংখ্যা খুব কম। আর হার-জিত থাকবেই। যারা পুরস্কার পাবে এবং পাবে না, তারা থেমে যেও না। তোমাদের কাছ থেকে আমরা আরও নতুন নতুন ফিল্ম চাই।'

- জাসিয়া বিনতে শামীম

# “তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়”

৯ম উৎসবের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ টিম হলো তথ্য কেন্দ্র (প্রেস এন্ড মিডিয়া)। যা আমাদের উৎসবে তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিত। এই মন্ত্রণালয় সকল খবরাখবর ও বিশেষ ঘটনাগুলো সারাদেশের সকল পত্রিকা, বেতার মাধ্যম, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও ‘পত্রিকার পাতায় উৎসব’ নামে একটি বোর্ডে তথ্য প্রদর্শন করে থাকে। শুধু তাই নয়, এই টিমকে উৎসবে আগত অনেকের উদ্ভট এবং অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। যেমন: বাথরুম কোথায়? এমনটাই জানালেন, তথ্যমন্ত্রী মুঈদ হাসান তড়িৎ। তাছাড়া পত্রিকা নিয়ে উৎসবে আসার সময় অনেক মানুষ তাদেরকে হকার ভেবে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। তারপরেও তথ্য কেন্দ্রে কাজ করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তারা। ‘সবাই মিলে কাজ করার মজাই আলাদা এবং টিমের সদস্যদের মধ্যে মধুর বন্ধন থাকায় তারা কাজ করে অনেক খুশি’, এমনটাই বললেন তথ্য উপ-মন্ত্রী মল্লিকা মম। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয়ে আরও আছে রিফাত আহমেদ লিংকন, জান্নাতুল ফেরদৌস সম্প্রীতি এবং নূরে জুনাইদ জিসান। সব মিলিয়ে উৎসবের এই গুরু দায়িত্বে থাকতে পেরে তারা আনন্দিত।

*- সাজিদ আহমেদ দীপ্ত*

## টুকি নায়িকা

কামরুল হাসান মুন

আজকে টুকির ফিল্ম দেখাবে
ইয়া বড় পর্দা ভীষণ,
নায়িকা হয়ে লাফালাফির
এটাই টুকির প্রথম মিশন।

দশ মিনিটের সিনেমা নাকি
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অল্প খানি,
তাই বলে ফিল্ম ফেলনা নহে
খানদানী বেশ, খান দানী।

রাজ প্রাসাদের গল্প নিয়ে
এগিয়েছে ফিল্ম তড়তড়িয়ে,
শান্তিপ্রিয় রাজার কাছে
হেরেছে সবাই গড়গড়িয়ে।

এসব নিয়েই পর্দা উঠবে
বাজবে ভেঁপু আলোর বন্যা,
ছোট্ট টুকি সবচেয়ে খুশি
ফিল্মে তো সে রাজকন্যা (!)

## রাজশাহীতে চলছে উৎসব

৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬ এর আজ ২৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনেও ৫টি ভেন্যু যথাক্রমে রাজশাহী শিল্প কলা একাডেমি, শিমূল মেমোরিয়াল, পদ্মা মঞ্চ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলাম মিলোনায়তনে শিশুদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। প্রদর্শনী গুলোতে রাজশাহীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক আনন্দর সাথে উপভোগ করে। উল্লেখ্য এই উৎসব ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

## সেনাপতির সেনাযান!

উৎসব রাজ্যের সেনাপতির (আবীর ফেরদৌস মুখর) সেনাযান আমি। উৎসবের যাবতীয় যুদ্ধে সে আমার উপর চেপেই যেতো, তবে বিষয়টা আগে বুঝতে পারিনি। ভাবতাম এই ব্যাটা সরকারি-বেসরকারি, অমুক অফিস-তমুক বাসা কোথাও যাওয়া বাকি রাখেনি। কখনো কখনো ব্যাটা একা না, আরও দুই-তিনজন মিলে চেপে বসতো আমার উপর। সারা দিন-রাত, রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি, ঘুরে-ফিরে এরা করেটা কী? গত ২২ জানুয়ারি আমার কাছে সব খোলা বাজারের মবিলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যখন সেনাপতি আমাকে উৎসব রাজ্যে নিয়ে আসলো। এটাই হয়তো আমার জন্য সারপ্রাইজ ছিলো। এত সুন্দর রাজ্য বানাতে যে সেনাপতি আমাকে ব্যবহার করেছে, এতে আমি ধন্য। এককথায় আবীর ফেরদৌস মুখর অর্থাৎ আমাদের সেনাপতি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি উপমহাদেশের... (দুঃখিত, আরও কিছু বলতাম তবে আপাতত চাকায় হাওয়া শেষ)।

*- খুলনা এ-৪৬৬*

# লোগো ফিল্মের কারিগর

লোগো ফিল্ম! যা ছাড়া যে কোনও চলচ্চিত্র উৎসবই অপূর্ণ থেকে যায়। আর তাইতো প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের লোগো ফিল্ম ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। এবারের লোগো ফিল্মটি তৈরী করে 'Dreamer Donkey'! তাই আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম তাদের সঙ্গে। এই 'Dreamer Donkey'র প্রতিষ্ঠা করেন গোলাম মশিউর রহমান রানা ও সুমাইয়া শিকদার। 'Dreamer Donkey'র সাথে সিএফএস এর সূচনা জানতে চাইলে সারা হোসাইন বলেন, 'প্রতিষ্ঠাতা মশিউর রহমান রানা সিএফএস এর সাধারণ সম্পাদক মুনিরা মোরশেদ মুন্নীকে কথা দিয়েছিলেন যে এই চলচ্চিত্র উৎসবের সব লোগো ফিল্ম 'Dreamer Donkey' ফ্রিতে করে দিবে। তাই সিএফএস এর সাথে আমাদের পথচলা। এবারের লোগো ফিল্মের গল্প সম্পর্কে জানতে চাইলে সৈয়দা তাসনিম রহমান বলেন, 'বড় পাখিটি এবারের উৎসবের সবুজ প্রতীক হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছি। এই বড় পাখিটা ছোট পাখি অর্থাৎ ছোট ছোট বন্ধুদের তার সাথে করে মেঘের দেশে নিয়ে যায়। এমন মেঘের দেশে যেখানে তাদের স্বপ্নের কোন শেষ নেই এবং তাদের চলচ্চিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ঠিক যেমনটি করছে চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ।'

এই লোগো ফিল্মের সংগীত পরিচালনা করে 'চিত্রপট' ব্যান্ড। চিত্রপটের সাথে এটাই তাদের প্রথম কাজ। তাসনিম বলেন, 'নতুনদের চিন্তাধারা ভিন্ন ধরণের। তারা সবার চেয়ে আলাদা কিছু তৈরী করে দিতে পারে তাদের সৃজনশীলতা থেকে। আর চিত্রপট এদিক দিয়ে নতুন। তাই ওদের সাথে কাজ করা।'

'Dreamer Donkey'র সদস্যরা চিত্রপটের সংগীত পরিচালনায় সন্তুষ্ট। সারা বলেন, 'আমরা যা চেয়েছিলাম চিত্রপট ঠিক তাই দিয়েছে আমাদের।' এই 'Dreamer Donkey' থ্রি-ডি, শর্টফিল্ম, ডকুমেন্টরি সব ধরণের কাজই করে।' সবশেষে সারা আরও বলেন, 'বাংলাদেশকে বদলে দিতে চাইলে ভালো ফিল্ম দরকার। তাই তারা ভালো মানের ফিল্ম তৈরী করে এদেশকে আরও উন্নত করতে চায়।'

*- জাসিয়া বিনতে শামীম*

# 'বি পজেটিভ' তরুণ নির্মাতা!

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের মূল আকর্ষণ শিশুদের নির্মিত চলচ্চিত্র বিভাগ। কিন্তু গতবার থেকে যুক্ত হওয়া আরেকটি বিভাগ 'তরুণ নির্মাতাদের তৈরী চলচ্চিত্র বিভাগ' এটিও উৎসবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রংপুর থেকে আগত মাহমুদুল কবির মিল্টন এর ফিল্ম 'বি পজেটিভ' এবার এই জনপ্রিয় বিভাগেই প্রতিযোগিতা করছে। তার সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে সে বলে, 'বি পজেটিভ' ছবিটি এই উৎসবে তার দ্বিতীয় ছবি। তার প্রথম ছবি ছিল ৬ষ্ঠ উৎসবে। ফিল্ম বানানোর অনুপ্রেরণার কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'ছোট থেকেই ফিল্ম দেখি। এক সময় স্বপ্নও দেখি ফিল্ম বানানোর। তারপর ২০১০ সালেই হঠাৎ করে বন্ধুরা মিলে ফিল্ম বানানোর পরিকল্পনা করি। এরপর থেকেই ফিল্ম বানানোর শুরু। ফিল্ম বানানোর বিষয়টা যেমন চ্যালেঞ্জিং তেমনি আনন্দদায়কও। সব মিলিয়ে নিজের তৈরী ফিল্ম এবং নিজেই একজন ফিল্ম নির্মাতা এই বিষয়টি আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা যোগায়।'

*- সুপ্রীতি মালাকার*

# উৎসবে 'রাজপুত্তুর'

গতকাল ২৫ জানুয়ারি উৎসবে পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান মিলনায়তনে একটি প্রিমিয়ার শো'র মাধ্যমে প্রথমবারের মতো দর্শকদের সামনে এলো নির্মাতা টোকন ঠাকুরের চলচ্চিত্র 'রাজপুত্তুর'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক গল্প ও কবিতার সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে ছবিটি। অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে ছবিটির অভিনেতা ভাস্বর বন্দোপাধ্যায় বললেন, 'বাচ্চাদের সঙ্গে অনেক আনন্দ করেছি। এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা।' রাজপুত্তুর এর অভিনেত্রী শিশুশিল্পী বর্ষা বলল তার দারুণ অভিজ্ঞতার কথা, 'পুরো কাজটি আমরা সবাই খুব উপভোগ করেছি। সারারাত জেগেও শ্যুটিং করতে হয়েছে। তবুও কেউ ক্লান্ত হইনি।'

*- ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী*

# THE POPCORN DIARIES

## Venturing Venues:
## Alliance Francaise

As the bulletin team entered the venue, they witnessed our very own volunteers buzzing around greeting visitors at the fest. Marjuka Ahmed, Raunaq Jahan Rafa, Rafiur Rahman, Taslima Hossain Sanjana, Kantamoyee Sneha, Safa Jarin Sukonna were at the sales desk welcoming everyone with a smile and in the auditorium helping those in need. Beyond the auditorium was the director's office. We were received with warm smiles from the office. Bruno Plasse, Director of Alliance Francaise de Dhaka expressed delight in working with the Children's Film Society since the 1st International Children's Film Festival, 2008. He wants to carry this on, as they did for the past eight years, and this year as well. The Director is very happy with this initiative and is also glad since a lot of people are being acquainted with the French Cultural Centre. Alliance Francaise has been by our side for a very long time and they are very enthusiastic about being with CFS. On the other hand, CFS pours out its heartfelt gratitude to Alliance Francaise de Dhaka.

*-Sumaiya Nawshin*

## Audience Says:
### the young ones

The Children's Film Society goes to various lengths to connect kids with films. This drive involves, providing transportation to various schools and bringing students to the screening. Yesterday vibrant little ones from South Point School and Silver Lining Grammar School attended the fest. The bulletin team interviewed three of them. Ahana, was thrilled to see the movie "Lola on the Pea" and her friends Tanjin and Tahrina were so excited to come to the festival that they screamed at the top of their lungs.

*-Mehjabin Khan Porna*

## And...
## We are going live!

Yesterday a group of volunteers just decided to gather round with musical instruments to put on a mini performance; to take a break from all the work load. Their music and rhythm brought the surrounding atmosphere to life. Singing and playing relentlessly with a wide smile giving a more festive feel as the sun started to disappear.

*- Sumaiya Nawshin*


**Editor:** Abu Sayeed Nishan
**Co-editor:** Ashik Ibrahim, Auroni Semonti Khan
**Co ordinator:** Zamsedur Rahman Sajib
**Designer:** Tasmiah Alam, Sashoto Seeam
**Senior Reporter:** Riddha Anindya
**Reporter:** Jasiya Bintay Shamim, Mehjabin Khan Porna, Sumaiya Nawshin Suprety Malaker, Noshin Anjum, Monami Hamid, Sazid Ahamed Dipto.
**Photographer:** Achuyat Saha, Riad Sikder, Obaidullah Tusher, Ruana Marjia

Organized by Supported by

Associated Partners